بسم الله الرحمن الرحيم

লণ্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২২ অক্টোবর, ২০০৪ মোতাবেক ২২ ইখা, ১৩৮৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

এর অনুবাদ হল, **'আর যখন আমার বান্দা তোমাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, (তখন বল),'নিশ্চয় আমি নিকটে আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে। অতএব, তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে যাতে তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়'** । (সূরা আল্ বাকারা : ১৮৭)

রমযান আরম্ভ হতেই তৎক্ষণাৎ হৃদয়ে এই ধারণা সৃষ্টি হয়ে যায় যে, যেহেতু এটি একটি বরকতমণ্ডিত মাস আর এই মাসে দোয়া গৃহীত হয় তাই সাধারণত মানুষ বেশি বেশি মসজিদমুখীও হয়। মসজিদের উপস্থিতিও বেড়ে যায়। ফজরের নামাযের উপস্থিতিও অন্যান্য দিনের চেয়ে বেড়ে যায়, যেভাবে সাধারণ দিনগুলোতে মাগরিব বা এশার নামাযে হয়। বরং কেউ আমাকে লিখেছিল, প্রথম বা দ্বিতীয় রোযার কথা। মসজিদ ফযলে আজ ফজরের নামাযের উপস্থিতি এত ছিল যে, হলরুম পরিপূর্ণ হওয়ার পরও লোকেরা এদিক সেদিক নামাযের জন্য জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছিল। পৃথিবীর অন্যান্য শহর ও দেশ থেকেও এই সংবাদই আসছে যে, আল্লাহ্‌র কৃপায় আজকাল মসজিদগুলো খুবই সুন্দর দেখাচ্ছে, মাশাআল্লাহ্। (এটি দেখে) হৃদয় প্রফুল্ল হয়, কারণ মানুষের বোধদয় ঘটেছে আর জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ করে, আরামদায়ক বিছানা ছেড়ে, ভোরে উঠে, তাহাজ্জুদ পড়ার, রোযা রাখার অতঃপর নামাযের জন্য মসজিদে আসার, এক খোদার ইবাদত করার, নিজের ভুল-ত্রুটি, আলস্য ও পাপাচারকে ক্ষমা করানোর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা রমযান মাসে নিজ কৃপায় বান্দাদের ক্ষমার জন্য যেসব দ্বার উন্মুক্ত করেন, সেজন্যই এই মনোযোগ সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকেই এথেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে চায়। আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেছেন, **"যে ব্যক্তি ঈমানের দাবি পূরণে আর সওয়াবের নিয়্যতে রমযানের রাতে উঠে নামায পড়ে তার অতীতের পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়।"** (বুখারী কিতাবুস্ সওম, বাব ফাযলু মান কামা রমাযানা)

মানুষ যেহেতু ভুল-ভ্রান্তির মূর্তপ্রতীক; প্রত্যহ দিনের বেলায়ও কত ভুল হয়ে যায়, কত পাপ সংঘটিত হয়ে যায়! তাই প্রত্যেকের মনেই এই বাসনা জাগে যে, আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত সুযোগ যেন কাজে লাগানো যায় এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে নিজের পাপরাশির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা যায়।

কিন্তু মনে রাখবেন, হাসীসের শব্দাবলী হল, ঈমানের দাবি পূরণ করে নামায পড়ে। এখন লক্ষ্য করুন, ঈমানের দাবি বলতে কি বুঝায়। ঈমান কী দাবি করে? এটিই কি যে, (বাকী) এগার মাস ইবাদতের প্রতি, নামাযের প্রতি, হুকুকুল ঈবাদ বা বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগ থাকবে না আর দ্বাদশ মাসে গিয়ে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হবে যাতে অতীতের সকল পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়। না; (বরং) ঈমানের দাবি হল, একজন আহমদী আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূল (সা.) এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে যে অঙ্গীকার করেছে তা পূর্ণ করা। এক রমযানে যেসব (পবিত্র) পরিবর্তন সৃষ্টি করেছ সেগুলোকে এখন নিজের জীবনের (অবিচ্ছেদ্য) অংশে পরিণত করতে হবে। আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের আদেশাবলি পালন করতে হবে। আর এই অঙ্গীকারও করতে হবে যে, এখন থেকে ভবিষ্যতে আর কখনো এসব মন্দ বিষয়কে আমরা নিজেদের মাঝে সৃষ্টি হতে দিব না। তবেই খোদা তা'লার ভালোবাসার দৃষ্টি পড়বে এবং অতীতের পাপ ক্ষমা করা হবে।

আমি যে আয়াতটি পাঠ করেছি এটি পবিত্র কুরআনে রমযানের রোযার বিধি-বিধান সম্পর্কিত আয়াতগুলোর মাঝখানে রাখা হয়েছে। এথেকে বুঝা যায়, আল্লাহ্ তা'লা এদিনগুলোতে তাঁর বান্দাদের প্রতি (বিশেষ) স্নেহের দৃষ্টি দিতে চান। বিপথগামীদেরকে ফিরিয়ে আনতে চান। তাদের ইবাদতের মান উন্নত করতে চান, যাতে পৃথিবীতে তাঁর প্রকৃত বান্দা সৃষ্টি হতে থাকে। এখানে আল্লাহ্ তা'লা একথাই বলছেন যে, আমার বান্দা যখন আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেছেন, **আমার বান্দা** বলতে এখানে ঐশী প্রেমিকদের বুঝিয়েছে, (অর্থাৎ) যারা খোদাপ্রেমী। এখন লক্ষ্য করুন, প্রেমিক কে? সত্যিকার প্রেমিক তো তার প্রেমাস্পদের প্রতিটি কথাই শোনে। জাগতিক প্রেমীকদের মাঝে তো ভাল-মন্দ সব রকম কথাবার্তা হয়। আল্লাহ্ তা'লার সত্তা তো এমন (একটি পবিত্র সত্তা) যার মাঝে কল্যাণ বৈ অন্য কিছুই নেই; কেবল লাভই লাভ, (আর) কল্যাণই কল্যাণ। তিনি সকল কল্যাণের ঝর্ণাধারা এবং যাবতীয় মন্দকর্ম থেকে সুরক্ষাকারী, যাবতীয় কষ্ট থেকে তিনি মুক্তি দানকারী। তিনি বলেন, আমার কাছে প্রার্থনা কর; আমি তোমার প্রার্থনার উত্তর দিব। এখন (একজন) সত্যিকার প্রেমিক কী চায়? প্রকৃত প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের নৈকট্য পেতে চায়। আর যখন নৈকট্য লাভ হয়, পরস্পরের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে হয় তখন পরস্পরের মঙ্গল সাধনের চেষ্টা করে। এখানে তো এটিও একপাক্ষিক যে, আল্লাহ্ তা'লা নৈকট্য পেলে কল্যাণও কেবল আমাদেরই হবে, তাছাড়া বিষয়টি কেবল কল্যাণ লাভ পর্যন্তই সীমিত থাকে না বরং তুমি যখন তাঁর নৈকট্য লাভ করবে তখন তোমাকে কিছু কুরবানী করতে হবে (আর) এর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা আরও সুস্পষ্ট করে বলেন, আমরা বান্দা কারা যাদের (প্রার্থনায়) আমি সাড়া দেই। তিনি বলেন, তারা আমার বান্দা, তারা আমার প্রিয়; যারা আমার ডাকে সাড়া দেয়। এখন আল্লাহ্ তা'লার যেসব কথায় সাড়া দিতে হবে সেগুলো কী? সেগুলো হল– হুকুকুল্লাহ্, হুকুকুল ঈবাদ।

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য ও বান্দার প্রাপ্য অধিকার। তাঁর ইবাদতে অবিচল থাকুন। যেসব কাজ করতে বারণ করেছেন তা থেকে বিরত থাকুন। যেসব কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করুন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআনে সাতশ' আদেশ রয়েছে। রমযান মাসে যখন গভীর মনোযোগ দিয়ে কুরআন অধ্যয়ন করবেন, অনুবাদ পাঠ করবেন তখন এসব বিধি-বিধান সম্পর্কে জানতে পারবেন। আর জানলে পরে এগুলো পালন করারও চেষ্টা করতে হবে। আর সৎ-উদ্দেশ্যেকৃত চেষ্টা-প্রচেষ্টা পুণ্যকর্মেও উন্নতি দান করে। কাজেই, এটিই সত্যিকার প্রেমিকের চিহ্ন, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার বিধি-বিধানে সাড়া দেয়া, সেগুলোও ওপর আমল করা এবং সেগুলো পালনের চেষ্টা করা। আল্লাহ্ তা'লা সকল প্রেমিকের কাছ থেকে একই ধরনের কুরবানী চান না বরং প্রত্যেকের যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী কুরবানীর নির্দেশ রয়েছে অথবা বিধি-বিধান পালনের প্রতি নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু শর্ত হল, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী পালনে অবিচল থাকা আর এক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের চেষ্টা করতে থাকা।

পুনরায় বলেন, আমার প্রতি ঈমান আনো, যাতে হিদায়াত বা সুপথপ্রাপ্ত হও। এখন পরিপূর্ণ ঈমান হল, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের প্রতি প্রকৃত আনুগত্য প্রদর্শন। তারপর এটিও আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ যে, ঈমান এবং সৎকর্ম এমন দু'টি বিষয় যা পরস্পর সমান্তরালে চলে। কাজেই, এই আয়াতে যে লেখা হয়েছে, আমার আহ্বানে সাড়া দাও; সেই আহ্বানটি হল সৎকর্ম কর, নেক আমল কর, পুণ্যকর্মে প্রতিষ্ঠিত হও; অতঃপর ইবাদতের মাধ্যমে দোয়া কর। তখন আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি তোমার নিকটে আছি। বলেছেন, তবেই আমি তোমাদের বন্ধু হবো। যেমনিট বলেছেন, اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا (সূরা আল্ বাকারা: ২৫৮) অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের বন্ধু। আল্লাহ্ তা'লার সাথে এই বন্ধুত্ব আর ঈমান তোমাকে তাঁর নৈকট্য প্রদান করবে। অতঃপর এই নৈকট্য (ক্রমশ) ঘনিষ্ট হতে থাকবে। এতে উত্তরোত্তর উন্নতি হতে থাকবে। এই নৈকট্য কোন একটি স্থানে গিয়ে থেমে থাকার নয়। তিনি দোয়াও শুনবেন।

কিন্তু যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য ও দোয়া গৃহীত হওয়া কিছু শর্তসাপেক্ষ বিষয়। প্রথমতঃ তাঁর আব্দ বা দাস হয়ে থাকতে হবে; একান্তই তাঁর হতে হবে। একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে হবে। তাঁকে যাবতীয় শক্তির আধার জ্ঞান করতে হবে। এরপর কোন কিছু চাইতে হলে তাঁর কাছেই প্রার্থনা করবে। এমন নয় যে, হৃদয়ে ছোট-ছোট খোদা বানিয়ে (বসিয়ে) রাখবে। কারও কাছ থেকে সামান্য উপকৃত হলেই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে শুরু করবে। কেউ কেউ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছ থেকে সুযোগ সুবিধা পেলে তারা তাদের অথবা তাদের সন্তানদের সন্তুষ্ট করার জন্য কখনো কখনো নামাযও নষ্ট করে আর তাদের (ব্যক্তিগত) কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কাজেই বলেছেন, এসব বিষয় নৈকট্য লাভের জন্য আবশ্যক, অর্থাৎ যখনই তুমি কোন কাজ কর,

জাগতিক কাজ করলেও তা যেন তোমার নামাযে প্রতিবন্ধক না হয়; তোমার ইবাদতের পথে বাধ না সাধে। তোমার ব্যবসায়ীক বিভিন্ন ব্যস্ততা যেন তোমাকে ইবাদতে অমনোযোগী না করে।

হযরত চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে, একবার রাণীর সাথে তাঁর কোন মিটিং ছিল, (তিনি) সেখানে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর অত্যন্ত অস্থির হয়ে তিনি তাঁর ঘড়ি দেখতে আরম্ভ করেন। অবশেষে বিষয়টি রাণীর দৃষ্টিগোচর হলে তিনি জিজ্ঞেস করেন। তিনি (রা.) বলেন, একজন খোদা আছেন; আমি যাঁর ইবাদত করি আর এখন আমার ইবাদতের সময়। কাজেই, এমন সৎসাহস থাকা চাই; যত বড় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা রাজা-বাদশাহ্ই হোক না কেন তার সামনে একেবারেই ঝুঁকবে না। আল্লাহ্ তা'লার সত্তার সামনে অন্য কোন সত্তা নেই; এগুলো সব জাগতিক বস্তু। অবশেকে তাকে (অর্থাৎ রাণীকে) তার কর্মকর্তাদেরও একথা বলতে হল যে, ভবিষ্যতে এদিকেও দৃষ্টি রাখবে যে, তাঁর নামাযের সময় হলে নিজেরাই বলে দিও। অতএব, প্রত্যেক আহমদীকে এই সৎসাহস দেখানো উচিত।

তারপর এই শর্তও রয়েছে যে, রসূলের আনুগত্য করতে হবে। (তিনি) যেসব বিধি-বিধান ও নির্দেশ দিয়েছেন আর যেভাবে আমাদেরকে উপদেশ প্রদান করেছেন, আমাদের কাছে যা প্রত্যাশা করেছেন, (তিনি) যেভাবে কাজ করে দেখিয়েছেন সেভাবেই করতে হবে।

অতঃপর মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে যে শিক্ষা দিয়েছেন তা পালন করতে হবে। এরপর এটিও বিশ্বাস রাখতে হবে আর একজন মু'মিনের এই বিশ্বাস থাকা উচিত যে, খোদা তা'লা দোয়া শোনেন আর শোনার শক্তি রাখেন। আর নিজের আবেগ ও দোয়াতে ব্যাকুলতা সৃষ্টি করা সত্ত্বেও যদি দোয়া গৃহীত না হয় তাহলে হয় আমাদের দোয়া করার পদ্ধতিতে কোন ঘাটতি রয়েছে নয়তো আমাদের অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং মানুষের প্রাপ্য অধিকার প্রদান না করা– (এই পথে) বাধ সাধছে। অধিকার প্রদান না করার কারণে, মানুষের প্রাপ্য অধিকার না দেওয়ার কারণে, মানুষের প্রতি অন্যায় করার কারণে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে অথবা যে উদ্দেশ্যে আমরা দোয়া করছি আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে তা আমাদের জন্য কল্যাণকর নয়। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা কখনো কখনো নিজেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অথবা দু'জন মানুষের অধিকার সংক্রান্ত বিষয় হলে আল্লাহ্ তা'লা ভালো জানেন যে, কে বেশি অধিকার রাখেন, তাই অগ্রাধিকারী ব্যক্তি তার প্রাপ্য লাভ করে। কিন্তু সদুদ্দেশ্যে ও একনিষ্ঠ হয়ে প্রার্থিত দোয়াকে আল্লাহ্ তা'লা কখনো নষ্ট করেন না। তা অন্য কোন সময় কাজে আসে, এ পৃথিবীতে নয়তো পরকালে। কাজেই, দোয়া করার ক্ষেত্রে কখনো ক্লান্ত হতে নেই। ঐশী সাহায্য ধৈর্য এবং দোয়ার সাথেই রয়েছে। তাই সর্বদা ধৈর্য প্রদর্শন করা উচিত আর আল্লাহ্ তা'লার কাছে প্রার্থনা করতে থাকা উচিত।

একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেন, **"আল্লাহ্ তা'লা তাদের দোয়া শোনেন যারা অধৈর্য হয় না আর এ কথা বলে না যে, আমি অনেক দোয়া করেছি কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তো**

শোনেনই না। এটি কুফর্, ঈমান থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ার মত বিষয়।" একজন মু'মিনকে সর্বদা এথেকে মুক্ত থাকা উচিত। একজন আহমদীকে সর্বদা এগুলো থেকে মুক্ত থাকা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লার দোয়া গ্রহণ করা অথবা বান্দার প্রার্থনা অনুযায়ী কবুল না করার বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এটি তো দুই বন্ধুর মত বিষয়। কখনো এক বন্ধু অন্য বন্ধুর কথা মেনে নেয় আবার কখনো বন্ধুকে নিজের কথা মানায়। খোদা তা'লাও একই ব্যবহার করেন কিন্তু বাহ্যতঃ একজন মু'মিনের দোয়া যখন আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যাখ্যান করেন তা-ও মূলতঃ তার কল্যাণার্থেই করেন। (হুযুর বলেন, এই শব্দগুলো আমার নিজের, সম্ভবত মূল শব্দ বিন্যাসে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে) যাহোক, আসল মর্ম এটিই।

অতএব, এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরও বলেন, **"আমার বান্দা যখন আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে যে, খোদা তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ কী? সেক্ষেত্রে এর উত্তর হল, আমি খুবই নিকটে রয়েছি। অর্থাৎ, বড় কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই। অত্যন্ত সহজভাবে আমার সত্তা সম্পর্কে জানা সম্ভব। আর খুব সহজেই আমার অস্তিত্বের প্রমাণ দেওয়া সম্ভব।"** (আমাকে চেনার এবং আমার সম্পর্কে প্রমাণ লাভ করার পদ্ধতি খুবই সহজ।) **"আর সেই প্রমাণটি হল, প্রার্থনাকারী যখন আমাকে ডাকে তখন আমি তার ডাক শুনি এবং নিজ এলহাম দ্বারা তার সাফল্যের শুভসংবাদ প্রদান করি যার ফলে আমার অস্তিত্ব সম্পর্কেই শুধু দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে না বরং আমার সর্বশক্তিমান হওয়াও দৃঢ় বিশ্বাসের মানে উপনীত করে"**। (আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু শোনেন তাই উত্তরও দেন। তিনি নিছক নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসই প্রদান করেন না বরং তিনি এই দৃঢ় প্রত্যয়ও সৃষ্টি করেন যে, তিনি স্বয়ং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।) **"কিন্তু (শর্ত হল) মানুষ যেন (নিজের মাঝে) তাক্ওয়া এবং খোদাভীতির এমন অবস্থা সৃষ্টি করে যাতে আমি তাদের আর্তনাদ শুনি"**। {এখন আল্লাহ্ তা'লাকে আর্তনাদ শোনানোর জন্য (নিজেদের মাঝে) এই খোদাভীতি এবং তাক্বওয়ার অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে।} **"এছাড়া তাকে আমার প্রতি ঈমান আনতে হবে এবং পরিপূর্ণ মা'রেফাত বা তত্ত্বজ্ঞান লাভের পূর্বে সে যেন একথার স্বীকারোক্তি প্রদান করে যে, খোদা আছেন আর সকল প্রকার শক্তি এবং ক্ষমতার আধার। কেননা যে ব্যক্তি ঈমান আনে তাকেই মা'রেফাত বা তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করা হয়।"** **(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃষ্ঠা: ৩১, তফসীর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতির ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৪৯)**

কাজেই তিনি (আ.) বলেন, তাক্বওয়া থাকলে, খোদাভীতি থাকলে; আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদান করলে আর আল্লাহ্ তা'লার বান্দাদের প্রাপ্য অধিকারও প্রদান করলে তবেই আল্লাহ্ তা'লা বলেন, (আমি তোমার) ডাক শুনব। এছাড়া ঈমানও থাকতে হবে; আমার প্রতি এমন ঈমান, এমন দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে যে, খোদা আছেন। আর খোদা তা'লার সত্তা সম্পর্কিত এই দৃঢ় বিশ্বাস প্রথমে হৃদয়ে থাকতে হবে। পরিপূর্ণ মা'রেফাত দ্বারা অর্থাৎ, তত্ত্বজ্ঞানের গভীরে অবগাহন করে অভিজ্ঞতা লাভের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় জানার পূর্বেই এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে

যে, খোদা আছেন। ঐ যে (কুরআনে) এসেছে, يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ অর্থাৎ, অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনতে হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন, 'গায়েব'ও খোদা তা'লার নাম। তিনি (আ.) বলেন, প্রত্যেক অভিজ্ঞতা লাভের পূর্বে এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতে হবে যে, খোদা আছেন, আর তিনি অসীম গুণরাজির অধিকারী এবং সকল শক্তি ও ক্ষমতার আধার। এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে যখন আল্লাহ্ তা'লার পানে ধাবিত হবে, তাঁর সামনে বিনত হবে, তাঁর কাছে দোয়া করবে তখন আল্লাহ্ তা'লার পরিপূর্ণ পরিচয় লাভ করবে। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করবে, অভিজ্ঞতা হবে, দোয়া গৃহীত হওয়ার নিদর্শনাবলী দেখতে পাবে। অতএব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে এই বিষয়গুলো এবং মানদণ্ড বাতলে দিয়েছেন আর যা তিনি তাঁর জামাতের মাঝে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে আমরা দোয়া করলে নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা শুনবেন। এমন নয় যে, মুখ দিয়ে বলে দিলাম যে, আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ও ঈমান রয়েছে কিন্তু (বাস্তবে) তাঁর আদেশাবলী পালন করি না। বছরের পর বছর শুধুমাত্র রমযান মাসে নামায পড়ার চেষ্টা করা হচ্ছে অথবা করা হয়। আল্লাহ্ তা'লার অশেষ অনুগ্রহে অন্যদের তুলনায় জামাতের একটি বড় সংখ্যা নামায আদায়কারী এবং নামায পড়ে কিন্তু বাজামা'ত নামাযের প্রতি এখন অনেক বেশি মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে এখনও অনেক দুর্বলতা রয়েছে।

অতএব, এই রমযান আমাদেরকে খোদা তা'লার সামনে যথাযথভাবে অবনত হওয়ার আরেকবার সুযোগ দিচ্ছে। যথাযথভাবে তাঁর ইবাদত করুন; তাহলে পরে নিশ্চিতরূপে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়ার উত্তর দিবেন। আর এই অঙ্গীকার করুন, ভবিষ্যতে আমরা এই ইবাদতগুলোকে সর্বদা জীবিত রাখবো বা ধরে রাখবো। যদি এমনটি হয়ে যায় তবে এর মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ্ তা'লা জামা'তের কয়েক বছরের উন্নতি আমরা কয়েক দিনে হতে দেখব। তাই আমি আবারো একথাই বলব যে, নিজেদের ইবাদতকে জীবিত করুন। অন্যকে দিয়ে দোয়া করানোর পরিবর্তে (কারো কারো অভ্যাস রয়েছে, নিজেদের পছন্দের একটি গ্রুপ বানিয়ে রাখে, সেখানে দোয়া করানোর জন্য যায় কিন্তু নিজেদের এদিকে মনোযোগ থাকে না)। নিজেরা আল্লাহ্ তা'লার সত্তার মহিমা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করুন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"(নিজে) পীর হও, পীর পূজারী হয়ো না।"** এখানে একথাও বলে দিচ্ছি, এমন কোন কোন রিপোর্ট আসে এবং সংবাদ পেতে থাকি যে, পাকিস্তানে এবং অন্যান্য স্থানেও, এমনকি রাবওয়ার কোন কোন জায়গায়ও কতক আহমদী নিজেদের পক্ষে দোয়া করানোর জন্য বুযূর্গ বানিয়ে রেখেছে। আমার দৃষ্টিতে তারাও নামসর্বস্ব বুযূর্গ; যারা অর্থের গ্রহণ করে অথবা তাবিজ-কবজ দেয় কিংবা দোয়া করে যে, ২০ দিনের ঔষধ নিয়ে যাও বা ২০ দিনের পানিপরা নিয়ে যাও কিংবা তাবিজ নিয়ে যাও। এগুলো সবই অর্থহীন, ভাওতাবাজি। আমার দৃষ্টিতে যারা এ

জাতীয় তাবিজ-কবজ করে তারা আহমদী নয়। এমন লোকদের দিয়ে যারা দোয়া করায় তারাও মনে করে, আমি যা খুশি করি, মানুষের অধিকারই খর্ব করি না কেন আমি তো আমার বুযূর্গকে দিয়ে দোয়া করিয়েছি তাই ক্ষমাপ্রাপ্ত অথবা আমার কাজ হয়ে যাবে। অথচ আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, মু'মিন আখ্যায়িত হতে হলে আমার ইবাদত কর অথচ তুমি কিনা বল যে, পীর সাহেবের দোয়াই আমাদের জন্য যথেষ্ট! এসব শয়তানী প্ররোচনা, এগুলো থেকে মুক্ত থাকুন। বিশেষভাবে মহিলাদের মধ্যে এই ব্যাধি বা প্রবণতা বেশি হয়ে থাকে। আমাদের এশিয়ার দেশগুলোতে এটি বেশি দেখা যায়। এশিয়ানরা যেখানেই একত্রিত হয় সেখানেও কখনো কখনো এমনটি হয়ে থাকে। কাজেই, অঙ্গ-সংগঠনগুলো এই বিষয়টি খতিয়ে দেখুন আর এমন বিদ'আত বিস্তারকারীদের মূলোৎপাটন করার চেষ্টা করুন। মুষ্টিমেয় কয়েকজনও যদি এমন ধ্যান-ধারণার অধিকারী হয় তবে তারা নিজেদের পরিবেশকে কলুষিত করতে থাকবে। শুধুমাত্র অঙ্গ-সংগঠনগুলোই নয় বরং জামা'তের ব্যবস্থাপনাও (বিষয়টি) খতিয়ে দেখুন! আর যেমনটি আমি বলেছি, হাতেগোণা কয়েকজনও যদি (এমন) থাকে তাহলে তারা নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে থাকবে। আর শয়তানতো আক্রমন করার জন্য ওঁৎ পেতে বসে থাকে। আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ মান্য করার পরিবর্তে এভাবে বিভিন্ন প্রকার শিরকে লিপ্ত হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ তা'লার সবাইকে এথেকে নিরাপদ রাখুন, কিন্তু আমি আবারো বলছি, এই ব্যাধি গুটিকতকের মধ্যে থাকলেও জামা'তের মাঝে তা সহ্য করা যেতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লা তো এই দোয়া শিখাচ্ছেন যে, নিজ নিজ গণ্ডিতে প্রত্যেকে এই দোয়া করুন, **আমাকে মুত্তাকীদের ইমাম বা নেতা বানাও**। যুগ খলীফাও এই দোয়া করেন যে, **আমাকে মুত্তাকীদের ইমাম বানাও**। আর এই পীরপূজারী শ্রেণী বলে, আমরা যা খুশি করি না কেন আমাদের পীর সাহেবের দোয়ায় আমরা ক্ষমা লাভ করবো; ইন্না লিল্লাহ্। এটি তো ধীরে ধীরে খ্রিস্টানদের কাফ্ফারা (বা প্রায়শ্চিত্তবাদের) রূপ পরিগ্রহ করবে; নাঊযুবিল্লাহ্। সেই দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে। অতএব, ছোট্ট পরিসরেই হোক না কেন এদিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। এখনই একে দমন করতে হবে। আর প্রত্যেক আহমদী এই অঙ্গীকার করুন যে. এই রমযানে নিজের মাঝে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সৃষ্টি করতে হবে; ইনশাআল্লাহ্। প্রত্যেক আহমদী অন্যের অনুসরণ করার পরিবর্তে নিজে এই দোয়াগুলো (করুন) এবং আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যের স্বাদ আস্বাদনের চেষ্টা করুন।

একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্য হতে যার জন্য দোয়ার দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে, তার জন্য যেন কল্যাণের দ্বার খুলে দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'লার কাছে যা কিছু প্রার্থনা করা হয় তন্মধ্যে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা সর্বাধিক প্রিয়। আর মহানবী (সা.) বলেন, দোয়া সেই আপতিত বিপদের মোকাবিলায় কল্যাণকর এবং সেই (বিপদের) মোকাবিলায়ও যা এখনও আসেনি। হে আল্লাহ্র বান্দারা! তোমাদের জন্য দোয়া করা আবশ্যকীয়। **(তিরমিযী কিতাবুদ দাওয়াত। বাব মা জাআ ফী উক্বদী আত্তাসবীহ্ বিল্লাহ্)**

তিনি (সা.) বলেছেন, সবচেয়ে প্রিয় হল ক্ষমা-মার্জনা অর্থাৎ, পুণ্যকর্ম, পবিত্রতা অবলম্বন এবং মন্দকর্ম থেকে বিরত থাকা। এগুলোই আল্লাহ্ তা'লার কাছে সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয়। আর (তোমরা) দোয়ার মধ্যে যখন আল্লাহ্ তা'লার কাছে এসব পুণ্যের পথ যাচনা করবে তখন অতীতের বিপদাপদ থেকেও নিরাপদ থাকার ব্যবস্থা করবে এবং ভবিষ্যতের বিপদাবলী থেকেও রক্ষা পেতে থাকবে। অতএব, এসব দোয়া করাও একটি স্থায়ী আমল, যারফলে রহমত বা আশিসের দ্বার উন্মুক্ত হতে থাকবে আর আমরা ভূত-ভবিষ্যতের বিপদাপদ থেকেও নিরাপদ থাকবো।

মসজিদে নামায পড়তে আগমনকারীদের সাথেও দয়া ও অনুগ্রহের দরজাসমুহের সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণেরই মসজিদে যাতায়াতের দোয়া শেখানো হয়েছে যাতে অনুগ্রহ এবং আশিসের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়ার জন্য দোয়া প্রার্থনা করা হয়েছে যেন মসজিদের ভেতরে বাহিরে (সর্বত্র) আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ, আশিস ও কল্যাণরাজির ছায়া (বিরাজমান) থাকে। আর আমাদের কোন কাজ যেন খোদা তা'লার সন্তুষ্টি পরিপন্থী না হয়। নিজের জাগতিক কাজকর্মে অথবা জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও যদি কেউ ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে এর কারণে খোদা তা'লা তার প্রতি রহমত বারি বর্ষণ করবেন। তার নামাযের সুবাদে, তার দোয়ার কল্যাণে তার প্রতি আশিস বর্ষণ করবেন। আর এই অনুগ্রহের দ্বার সদা উন্মুক্ত রাখবেন কেননা, সে জাগতিক কাজকর্মেও সৎকর্মের প্রচলনকারী হবে, পুণ্যের প্রসারকারী হবে এবং এ লক্ষ্যে সচেষ্ট হবে। অতএব, এই বিষয়গুলোই আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের কারণ হয়।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **"আমাদের প্রভু-প্রতিপালক প্রতি রাতে নিকটবর্তী আকাশে অবতরণ করেন। রাতের যখন তৃতীয় প্রহর অবশিষ্ট থাকে তখন আল্লাহ্ তা'লা বলেন, কে আছে যে আমাকে ডাকে তাহলে আমি তার ডাকে সাড়া দিব? কে আছে যে আমার কাছে প্রার্থনা করে আর আমি তাকে তা দিব? কে আছে যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে আমি তাকে ক্ষমা করে দিব?"** (তিরমিযী কিতাবুদ্ দাওয়াত। বাব মা জাআ ফী উক্বদীত্ তাসবীহ্ বিল্লাহ)

এই রমযানের বেলায় কোন শর্ত নেই। এখানে অবশ্য রমযান ছাড়া অন্য সময়ের কথা বলা হচ্ছে যে, যখনই কোন বান্দা আমার কাছে (ক্ষমা) প্রার্থনা করে তখন আমি তাকে ক্ষমাও করি। আমি তাকে দানও করি আর তার কথার উত্তরও দেই। বস্তুতঃ ইবাদতের অভ্যাস সৃষ্টির জন্য এই রমযানে আল্লাহ্ তা'লা একটি সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। কাজেই, এখন প্রত্যেক আহমদীকে স্থায়ীভাবে এই অভ্যাস সষ্টির জন্য সচেষ্ট হতে হবে যাতে আল্লাহ্ তা'লার সুদৃষ্টি সর্বদা আমাদের প্রতি নিবদ্ধ থাকে।

এরপর একটি বর্ণনায় এসেছে, মহানবী (সা.) বলেন, **"যে ব্যক্তি বিপদাপদ বা দুঃখ-কষ্টের সময় তার দোয়া কবুল হওয়ার প্রত্যাশা রাখে সে যেন সাচ্ছন্দ্য এবং সুখের দিনে বেশি বেশি দোয়া করে।"** (তিরমিযী কিতাবুদ্ দাওয়াত। বাব দা'ওয়াতুল মুসলিমি মুসতাজাবাহ্)

অতএব, আমি যে কথা বলেছি, পূর্ণ অধ্যবসায়ের সাথে সাধারণ অবস্থাতেও এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। এই হাদীসও আমাদেরকে বলছে যে, কেবল দুঃখ-কষ্ট এবং প্রয়োজনের সময়ই আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ করবে না বরং সর্বদা তাঁর সামনে ঝুঁকে থাকবে; তাঁকে স্মরণ করতে থাকবে; তাঁর আদেশসমূহ পালন করতে থাকবে তবে গিয়ে আল্লাহ্ তা'লা যিনি তাঁর বান্দার কষ্ট সইতে পারেন না, তোমাদের এই অবস্থা দেখে তোমাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য তোমাদের পানে ছুটে আসবেন।

একটি বর্ণনায় এসেছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **"আমি বান্দার ধারণা অনুযায়ী ব্যবহার করি। বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে আমি তখন তার পাশেই থাকি। যদি সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করে তাকে আমি মনে মনেই স্মরণ করব। সে যদি কোন সভা-সমাবেশে আমার যিক্‌র বা স্মরণ করে তাহলে আমি এর চেয়েও ভালো কোন সভা-সমাবেশে সেই বান্দাকে স্মরণ করব। সে যদি আমার পানে এক বিঘত পরিমাণ এগিয়ে আসে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাবো। সে আমার দিকে এক হাত এগিয়ে এলে আমি তার দিকে দু'হাত এগিয়ে যাবো। সে আমার পানে পায়ে হেঁটে আসলে আমি তার দিকে দৌড়ে যাবো।"** (তিরমিযী কিতাবুদ্ দা'ওয়াত, বাব ফী হুসনিয্ যান্নি বিল্লাহি আয্‌যা ওয়া জাল)

কাজেই, প্রত্যেক আহমদীর আল্লাহ্ তা'লার স্মরণে নিজ জিহ্বাকে রত রাখার চেষ্টা করা উচিত আর এই চেষ্টা থাকা উচিত যেন আমাদের প্রতিটি কাজ, প্রতিটি কর্ম আর আল্লাহ্ তা'লার পানে ধাবমান প্রতিটি পদক্ষেপ এমন হয় যার ফলে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের পানে ছুটে আসবেন আর আমাদেরকে তাঁর ভালোবাসার চাদরে আবৃত করে নিবেন।

হযরত ইব্রাহীম বিন সা'দ (রা.) তার পিতার বরাতে বর্ণনা করছেন, তিনি বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, যুন্ নূন তথা হযরত ইউনুস (আ.) মাছের পেটে যে দোয়াটি করেছিলেন তা হল,

لا اله الا انت سبحنک انی کنت من الظالمین

বিপদের সময় যে মুসলমানই এই দোয়াটি পাঠ করবে, আল্লাহ্ তা'লা তার দোয়া অবশ্যই গ্রহণ করবেন। (তিরমিযী কিতাবুদ্ দা'ওয়াত, বাব মা জাআ ফী 'উক্বদীত্ তাসবীহী বিল্লাহ্)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"এথেকে একটি শিক্ষা লাভ করা যায় যে, তকদীর আল্লাহ্ তা'লা বদলে দেন আর কান্নাকাটি এবং সদকা-খয়রাত** {হযরত ইউনুস (আ.)-এর জাতির সাথে যে ঘটনা ঘটেছিল এটি সে সম্পর্কিত} **দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীকেও মুক্তি দান করে।"** (মলফূযাত ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৫, আল্ হাকাম ৬ই মার্চ, ১৮৯৮) অর্থাৎ, কোন রায় চূড়ান্ত হয়ে গেলেও তা পরিবর্তিত হয়ে যায়। অতএব, সদকা খয়রাত এবং দোয়া বিপদাপদকে দূর করে দেয়।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, **"আমি তোমাদেরকে এটি বুঝাতে চাই যে, যারা বিপদাপদ আসার পূর্বেই দোয়া করে ও এস্তেগফার করে এবং সদকা-খয়রাত করে আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি দয়া করে**

আর ঐশী শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন। আমার একথাগুলোকে গল্পকাহিনী হিসেবে শুনো না। আমি আল্লাহ্‌র খাতিরে উপদেশস্বরূপ বলছি, নিজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর। নিজেও এবং নিজের বন্ধুদেরকেও দোয়াতে রত থাকার জন্য বলো। ঐশী শাস্তি এবং চরম বিপদাপদের ক্ষেত্রে এস্তেগফার ঢালের ভূমিকা পালন করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, مَاكَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (সূরা আল্ আনফাল: ৩৪) তাই যদি তুমি এই ঐশী শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকতে চাও তবে অধিক পরিমাণে এস্তেগফার পড়।" (মলফূযাত ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৪, আল্ হাকাম, ২৪শে জুলাই, ১৯০১) এই আয়াতের অর্থ হল, **এমন নয় যে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করছে আর আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে শাস্তি দিবেন।**

তারপর আরেকটি বর্ণনাতে মহানবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত লজ্জাশীল, অত্যন্ত দয়ালু এবং দানশীল। কোন বান্দা যখন তাঁর সমীপে হাত তোলেন তখন তিনি তাকে রিক্তহস্তে ফেরাতে লজ্জা বোধ করেন। অর্থাৎ, খাঁটি হৃদয় থেকে উৎসারিত দোয়াকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন না, বরং তা গ্রহণ করেন। {তিরমিযী কিতাবুদ্ দাওয়াত, বাব ফী দু'য়াইন্ নবিয়্যী (সা.)}

এর অর্থ হল, আল্লাহ্ তা'লার কাছে যা কিছু চাইবেন তা বিশুদ্ধচিত্তে চাওয়া উচিত। অতীতের পাপকর্ম ও ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে আর আল্লাহ্ তা'লার কাছে ভবিষ্যতে পুণ্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক প্রার্থনা করতে হবে। তারপর এর জন্য চেষ্টা করতে হবে তবেই আল্লাহ্ তা'লা সাহায্য করেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"যেভাবে ঐশী গ্রন্থাবলীতে পুণ্যবান ও দুষ্কৃতিকারী বা ভালো ও মন্দ মানুষের মাঝে পার্থক্য করা হয়েছে এবং তাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান সাব্যস্ত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে খোদা তা'লার প্রাকৃতিক নিয়মে এই দু'ধরনের মানুষের মাঝেও পার্থক্য রয়েছে যাদের মাঝে একটি হল, খোদা তা'লাকে কল্যাণের উৎস জ্ঞান করে (বাহ্যিক) অবস্থা ও দোয়ার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে তাঁর কাছে শক্তি ও সাহায্য প্রার্থনা করে আর দ্বিতীয়তঃ শুধুমাত্র নিজের চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং শক্তির ওপরে নির্ভর করে দোয়াকে হাস্যস্কর (বিষয়) মনে করে বরং খোদা তা'লার প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন এবং দাম্ভিক জীবন যাপন করে। যে ব্যক্তি কাঠিণ্য ও বিপদের সময় খোদা তা'লার কাছে দোয়া করে এবং তাঁর কাছে সমস্যার সমাধান চায় (তার জন্য) শর্ত হল, দোয়াকে পরম মানে উপনীত করা।"** এখানে এই শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে যে, দোয়াকে যেন পরম মার্গে উপনীত করে। **"খোদা তা'লার সন্নিধান থেকে প্রশান্তি এবং সত্যিকারে সাচ্ছন্দ্য লাভ করে। আর ধরুন, সে যদি তা (অর্থাৎ, প্রার্থিত বস্তু) লাভ নাও করে তবুও অন্য কোন প্রকার প্রবোধ এবং প্রশান্তি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে সে লাভ করে।"** দোয়া যদি গৃহীত নাও হয় তবুও আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রশান্তি দান করা হয়। যদিও যেভাবে সে আশা করে সেভাবে কাজ হয় না। **"আর সে কখনোই ব্যর্থ হয় না। আর সাফল্য ছাড়াই**

ঈমানী শক্তি উন্নতি করতে থাকে এবং বিশ্বাস বৃদ্ধি লাভ করে।" (আইয়ামুস সুলেহ্, রূহানী খাযায়েন, ১৪তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৩৬-২৩৭)

এক রেওয়ায়েতে আছে, মহানবী (সা.) যখন কোন বৈঠক থেকে উঠতেন তখন তিনি দোয়া করতেন (এটি একটি পূর্ণাঙ্গীন দোয়া) **"হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে তোমার ভয় দান কর, যাকে তুমি আমাদের এবং যাবতীয় পাপকর্মের মাঝে প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড় করাও আর আমাদের দ্বারা তোমার কোন অবাধ্যতা না হয়। আর আমাদেরকে আনুগত্যের সেই পরাকাষ্ঠা দান কর যার ফলে তুমি আমাদেরকে জান্নাতে পৌঁছে দিবে আর এরূপ একীন বা দৃঢ় বিশ্বাস দান কর যার ফলে জাগতিক বিপদাপদ তুমি আমাদের জন্য সহজ করে দিবে। হে আমার আল্লাহ্! আমাদেরকে আজীবন আমাদের কান, চোখ ও শক্তি-সামর্থ্যদ্বারা যথাযথভাবে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান কর এবং আমারকে এই কল্যাণের উত্তরাধিকারী বানাও। আর যে আমাদের প্রতি অন্যায় করে তার কাছ থেকে তুমি আমাদের হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ কর। আর যে আমাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে তার বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। আর ধর্ম সংক্রান্ত যে কোন পরীক্ষায় নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষা কর। আর এমন কর যেন পার্থিব জগত আমাদের সবচেয়ে বড় দুঃখ-কষ্টের বিষয় না হয় আর এ পৃথিবী যেন আমাদের জ্ঞানের আকর না হয় (অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানের বহর যেন কেবল এই জাগতিক বিষয়াদি পর্যন্তই সীমিত না থাকে) এবং এমন ব্যক্তিকে আমার ওপর নিযুক্ত কর না যে আমাদের প্রতি দয়া করে না এবং সদয় হয় না।"** (তিরমিযী কিতাবুদ্ দাওয়াত, বাব ফী জামিইদ্ দাওয়াত)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"ফযল বা অনুগ্রহ লাভের সবচেয়ে নিকটতম পদ্ধতি হল, দোয়া। আর দোয়ার (জন্য) শর্ত হল, এতে ভাবাবেগ, কাকুতি-মিনতি এবং অনুনয়-বিনয় আবশ্যক। বিনয়, ব্যাকুলতা এবং ভগ্নহৃদয়ে কৃত দোয়া খোদার অনুগ্রহকে টেনে নিয়ে আসে আর গ্রহণীয় হয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছায়, কিন্তু সমস্যা হল এটিও খোদা তা'লার অনুগ্রহ বৈ অর্জন করা সম্ভব নয়। তবে, এর সমাধান হল যতই অমনোযোগ ও বিস্বাদ লাগুক না কেন দোয়া করতে থাকো কিন্তু ক্লান্ত হয়ো না। কষ্ট করে এবং কৃত্রিমভাবে হলেও দোয়া করতে থাকো। প্রকৃত ও সত্যিকার দোয়া করার জন্যও দোয়ারই প্রয়োজন রয়েছে। অনেকেই দোয়া করে আর মনোক্ষুন্ন হয়ে যায়, আর সে বলে বসে কোন কাজই হয় না। কিন্তু আমাদের উপদেশ হল, এই অনুসন্ধানের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত"**। (অর্থাৎ, এমন খুঁজে বেড়ানো এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত।) **"কেননা অবশেষে অভীষ্ট লক্ষ্য এর মাধ্যমেই অর্জিত হয়। আর এমন এক দিন আসে যখন তার সেই হৃদয় (তার) জিহ্বার সাথে একাত্ম হয়ে যায়। এরপর স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সেই বিনয় ও ব্যাকুলতা যা দোয়ার জন্য আবশ্যকীয় বিষয় (তা) সৃষ্টি হয়ে যায়। যে ব্যক্তি রাতে উঠে তার স্বভাবে যতই অমনোযোগ বা অধৈর্য থাকুক না কেন সে যদি এই অবস্থাতেও দোয়া করে, হে খোদা! (আমার) হৃদয় তোমারই নিয়ন্ত্রণে ও করায়ত্তে রয়েছে; তুমি একে পরিশুদ্ধ করে দাও। একান্ত অবরুদ্ধ অবস্থায়ও যদি আল্লাহ্ তা'লার কাছে মুক্তি চায় তাহলে সেই**

কাঠিন্য থেকে মুক্তিও ব্যবস্থা হবে এবং ভাবাবেগ সৃষ্টি হবে।" (অর্থাৎ, হৃদয়ের অবরুদ্ধ অবস্থা খুলে যাবে আর দোয়া করার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হবে।) **"আর এটিই সেই মাহেন্দ্রক্ষণ যাকে দোয়া কবুলিয়্যতের মুহূর্ত বলে আখ্যায়িত করা হয়। সে দেখবে যে, ওপর থেকে নিচে পতনশীল এক বিন্দুর ন্যায় (তার) আত্মা খোদা দরবারে প্রবাহিত হচ্ছে।"** (আল্ হাকাম, ৭ম খণ্ড, সংখ্যা ৩১, তারিখ ২৪শে আগস্ট, পৃষ্ঠাঃ ৩)

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, **"সেই দোয়া যা মা'রেফত (তথা অন্তর্দৃষ্টি) লাভের পর আশিসের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় তার রঙ ও অবস্থা ভিন্ন হয়ে থাকে; সেটি বিলীনকারী একটি বিষয়। এটি এক দাহ্য অগ্নিস্বরূপ। তা রহমতকে আকর্ষণকারী এক চুম্বকীয় শক্তি। এটি মৃত্যু বিশেষ; কিন্তু পরিশেষে (এক) জীবন দান করে। এটি এক প্রবল বন্যা কিন্তু অবশেষে নৌকায় রূপান্তরিত হয়ে যায়।"** (অর্থাৎ, জলোচ্ছাস যা উদ্ধারকারী নৌকায় রূপান্তরিত হয়)। **"সব অগোছালো বিষয় এর মাধ্যমে সুশৃঙ্খল হয়। সকল প্রকার বিষ এক পর্যায়ে এর মাধ্যমে প্রতিষেধক হয়ে যায়। ধন্য সেসব বন্দী যারা দোয়া করে ক্লান্ত হয় না। কেননা, একদিন তারা মুক্তি লাভ করবে। ধন্য সেসব দৃষ্টিহীন যারা দোয়াতে আলস্য দেখায় না কেননা, একদিন তারা দেখতে পাবে। সৌভাগ্যবান তারা যারা কবরে পতিত অবস্থায় দোয়ার মাধ্যমে খোদা তা'লার সাহায্য প্রার্থনা করে; কেননা একদিন তাদেরকে কবর থেকে বের করা হবে। ধন্য তোমরা! কেননা দোয়া করতে কখনো ক্লান্ত বোধ কর না আর তোমাদের আত্মা দোয়ার জন্য বিগলিত হয় এবং তোমাদের নয়ন অশ্রু বিসর্জন দেয়, তোমাদের হৃদয়ে এক প্রকার অগ্নি সৃষ্টি করে দেয়, একাকিত্বের স্বাদ উপভোগের জন্য তোমাদেরকে অন্ধকার কুঠুরীতে আর নির্জন অরণ্যে নিয়ে যায়; তোমাদেরকে অস্থির, উন্মাদ ও পাগল বানিয়ে দেয় কেননা, পরিশেষে তোমাদের প্রতি আশিস বর্ষণ করা হবে। সেই খোদা যাঁর প্রতি আমরা আহ্বান করি তিনি পরম সম্মানিত, দয়ালু, লজ্জাশীল, সত্যবাদী, বিশ্বস্ত এবং বিনয়ীদের প্রতি দয়ার্দ্র। কাজেই, তোমরাও বিশ্বস্ত হয়ে যাও; পূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে দোয়া কর তাহলে তিনি তোমার প্রতি দয়া করবেন। পার্থিব হট্টগোল থেকে মুক্ত হয়ে যাও আর প্রবৃত্তির বিবাদকে ধর্মের নাম দিও না, খোদার খাতির হার মেনে নাও এবং পরাজয় স্বীকার কর; যাতে তুমি বড় বড় সাফল্যের সাফল্যের উত্তরাধিকারী হতে পারো।"** (পার্থিব ছোটখাটো বিষয়াদি এবং ঝগড়া-বিবাদ থেকে মুক্ত থাকো, যা প্রতিনিয়ত প্রত্যেকের সাথে লেগে থাকে।) **"খোদা প্রার্থনাকারীদের নিদর্শন দেখাবেন এবং প্রার্থনাকারীদের একটি অসাধারণ পুরষ্কার দেয়া হবে। দোয়া খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আসে আর তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করে। দোয়ার ফলে খোদা সেভাবে নিকটবর্তী হয়ে যান যেভাবে তোমাদের প্রাণ তোমার নিকটে রয়েছে। দোয়ার প্রথম পুরষ্কার হল, মানুষের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। এরপর সেই পরিবর্তনের ফলে খোদাও স্বীয় বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন আনয়ন করেন। (যদিও) তাঁর বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তনীয়; কিন্তু পরিবর্তিত (লোকদের) জন্য তাঁর একটি ভিন্ন বিকাশ ঘটে– যা পৃথিবী জানে না। তিনি যেন ভিন্ন এক খোদা অথচ তিনি ভিন্ন খোদা**

নন; কিন্তু নতুন জ্যোতির্বিকাশ তাঁকে নতুন রঙে প্রকাশ করে। তখন (তিনি) সেই বিশেষ বিকাশের মহিমায় পরিবর্তিত (ব্যক্তির) জন্য সেই কাজ করেন যা অন্যদের জন্য করেন না। এটিই সেই অলৌকিক বিষয়।"

কাজেই, যখন (নিজেদের মাঝে) পরিবর্তন সৃষ্টি কর তখন আল্লাহ্ তা'লাও স্বীয় নতুন মহিমা প্রদর্শন করেন। তিনি (আ.) বলেছেন, খোদা কিন্তু তিনিই যিনি পূর্বে ছিলেন। খোদার মাঝে পরিবর্তন আসেনি বরং তোমাদের পরিবর্তনের কারণে তোমাদের সাথে তাঁর ব্যবহার পাল্টে গেছে।

তিনি (আ.) বলেন, **"মোটকথা দোয়া সেই মহৌষধ যা এক মুষ্টি ধূলোকে কিমিতি (অর্থাৎ, মহামূল্য রত্ন) বানিয়ে দেয় এবং এটা এক প্রকার পানি যা আভ্যন্তরীণ নোংরামিকে ধুয়ে ফেলে। সেই দোয়ার মাধ্যমে আত্মা বিগলিত হয় এবং পানির মত প্রবাহিত হয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে লুটিয়ে পড়ে। সে খোদার সমীপে দাঁড়ায় এবং রুকূ এবং সিজদাও করে। আর এরই প্রতিচ্ছবি (হল) সেই নামায যা ইসলাম শিখিয়েছে।"** (লেকচার সিয়ালকোট, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২২২-২২৮)

অবশেষে এই ফলাফল দাঁড়ালো অর্থাৎ, এসব দোয়া তখনই দোয়ার বৈশিষ্ট্য রাখবে যখন তোমরা নিয়মিত নামায পড়বে। কেননা, নামাযের মধ্যেই এসব বিষয় এসে যায়।

আল্লাহ্ করুন, আমরা যেন খোদা তা'লার নৈকট্যপ্রদানকারী আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করতে পারি। আর আমাদের দোয়ায় সেই অবস্থা সৃষ্টিকারী হই যার ফলে আমাদের আত্মা বিগলিত হয়ে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বইতে শুরু করে এবং বইতে থাকে। আমরা যেন নামাযে নিয়মিত হই এবং আমাদের মসজিদগুলো যেন সর্বদা নামাযীতে পরিপূর্ণ থাকে. যেভাবে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে এই দিনগুলোতে পরিপূর্ণ রয়েছে, যাতে আমরা আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসাকে সর্বদা আকর্ষণ করতে পারি।

গত জুমুআয় আমি যে তাহরীক করেছিলাম এখন আমি সেই প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাই অর্থাৎ এখানকার মসজিদ সম্পর্কে। হার্টলিপুল এবং ব্র্যাডফোর্ডের মসজিদের জন্য যুক্তরাজ্য জামাতের অঙ্গ-সংঠনগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ্; আনসারুল্লাহ্ সবার আগে জানিয়েছে যে, তারা ওয়াদা সংগ্রহ করেছেন আর গতকালকে তাদের পাঠানো সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী তাদের ওয়াদার পরিমাণ হল, প্রায় তিন লক্ষ পাউণ্ড। আর সর্বপ্রথম মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওয়াদা এবং (চাঁদা) সংগ্রহের রিপোর্টও এসেছে, মাশাআল্লাহ্। আলহামদুলিল্লাহ্ আনসাররা প্রমাণ করে দিয়েছে (বাকি অঙ্গ-সংঠনগুলোকে আমি বলছি) যে, তাদেরকে বৃদ্ধ ভাববেন না বরং তারা যুবকদের চেয়েও তরুণ। আর আমি ভেবেছিলাম, জুমুআয় দৃষ্টি আকর্ষণ করব কেননা, গতকাল পর্যন্ত বাকি অঙ্গ-সংঠনগুলোর পক্ষ থেকে রিপোর্ট আসে নি। তবে, গতকাল খোদ্দামুল আহমদীয়ার পক্ষ থেকেও রিপোর্ট পেয়েছি। তারাও পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড ওয়াদা করেছে, কিন্তু আনসারুল্লাহ্ যেভাবে সবার কাছ থেকে ওয়াদা সংগ্রহের চেষ্টা করেছে তারা সেভাবে করে নি বরং তারা সম্ভবত নিজেদের জন্য একটি

লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে নিয়েছেন আর তারা বলেছে, আমরা এই পরিমাণ (অর্থ) সংগ্রহ করব, ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ সবাইকে উত্তম পুরষ্কার দিন।

তবে, লাজনাদের পক্ষ থেকে এখনও কোন সংবাদ আসে নি অথচ সর্বদা এই রীতি ছিল যে, লাজনারা তো ঝাঁপিয়ে পড়ে আগে আসে। এখান থেকে আমি যখন দপ্তরে গিয়েছিলাম তখন আমাকে ব্যক্তিগতভাবে যা বলা হয়েছিল, অর্থাৎ যে ওয়াদা পাওয়া গিয়েছিল তা সর্বপ্রথম মহিলাদের ওয়াদাই ছিল আর মহিলারা এসে নিজেদের অলঙ্কারাদিও ব্যক্তিগতভাবে পেশ করছে কিন্তু সাংগঠনিকভাবে– লাজনা ইমাইল্লাহ্র পক্ষ থেকে এখনও কোন ওয়াদা আসে নি। তাই আপনারাও এগিয়ে আসুন, ঝাঁপিয়ে পড়ুন কেননা, আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে লাজনারা কখনো আর্থিক কুরবানীতে পিছিয়ে থাকে নি। আর আমি আশা করি, এখনও (তারা) পিছিয়ে থাকবে না। সম্ভবত তারা বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরির চেষ্টায় রয়েছে। তাদেরকে কমপক্ষে প্রাথমিক রিপোর্ট দেওয়া উচিত ছিল যা তারা এখনও দেয় নি। গতবারও আমি বলেছিলাম, মসজিদ ফযলও ভারতবর্ষের দরিদ্র মহিলাদের চাঁদায় নির্মিত হয়েছিল। এখন তো আপনারা অনেক ভালো অবস্থানে রয়েছেন। আমার তো মনে হয় এখানে যুক্তরাজ্য জামাতের লাজনা ইমাইল্লাহ্ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এমন অবস্থানে রয়েছে যে, তারা যে কোন একটি ভালো মসজিদ (নির্মাণের) ব্যয়ভার নিজেরাই বহন করতে সক্ষম; আল্লাহ্ তাদেরকে তৌফিক দান করুন কিন্তু এই যে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ আসছে একথা শুনে বিশেষ করে আমি ব্র্যাডফোর্ডবাসীদের বলতে চাই, এখন তারা (যেন) এটি না মনে করে যে, আমরা যথেষ্ট সাহায্য পেয়ে গেছি তাই নিশ্চিন্ত আর জামাত স্বয়ং, রিজিওন অথবা শহরবাসীদের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করার কথা ছিল তা অবশ্যই অব্যাহত থাকা উচিত। যদি অতিরিক্ত অর্থ এসেও যায় তবে ইনশাআল্লাহ্ তা ভবিষ্যতে অন্য কোন মসজিদ (নির্মাণের) কাজে আসবে। (বিভিন্ন স্থানে) এখন মসজিদতো ইনাশাআল্লাহ্ তা'লা বানাতেই হবে। একবার (যখন) মসজিদ নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়েছে কাজেই, এই কাজ ইনশাআল্লাহ্ তা'লা অব্যাহত থাকবে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এখানে (অর্থাৎ, যুক্তরাজ্যের) প্রতিটি শহরে মসজিদ নির্মাণের তৌফিক দান করুন। আর একটি ভালো মসজিদ নির্মাণের তৌফিক দান করুন। একবার হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একথা বলেছিলেন, ইউরোপে যদি আমাদের আড়াই হাজার মসজিদ থাকে তবে আমাদের উন্নতির গতি কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। কাজেই, আল্লাহ্ তা'লা করুন, জামাত যেন সত্ত্বর এই তৌফিক লাভ করে যাতে আমরা এখানে এই সংখ্যায় মসজিদ নির্মাণ করতে পারি। রমযানে তাদেরকেও দোয়ায় স্মরণ রাখবেন যারা মসজিদ নির্মাণে (আর্থিক) কুরবানী করেছেন এবং করে যাচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সামর্থ্য বৃদ্ধি করতে থাকুন। (আমীন)

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)